শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রসাস্বাদন

আত্মারামতা। পরব্রহ্ম **শ্রীকৃষ্ণ** আত্মারাম, আপ্তকাম, স্বরাট্—সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ, কোনও ব্যাপারেই অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, কাহারও সহায়তা গ্রহণ করার তাঁহার প্রয়োজন হয়না। তাঁহার শক্তি তাঁহারই সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য সংযুক্ত বলিয়া তাঁহারই স্বরূপভূতা, সুতরাং তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; তাই যথাযথভাবে তাঁহার এই স্বকীয়া শক্তির সহায়তা গ্রহণে তাঁহার আত্মারামতার, আপ্তকামতার, স্বাতন্ত্র্যের বা স্বরাট্ত্বের হানি হইতে পারে না। স্বরাট্-শব্দেই তাঁহার স্বশক্ত্যেকসহায়তা বুঝায়। অপরের শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিলে অবশ্য তাঁহার অন্যনিরপেক্ষত্ব ক্ষুণ্ণ হইত; কিন্তু তাহা তিনি করেন না, করিবার তাঁহার প্রয়োজনও হয়না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার স্বরূপশক্তি তাঁহার স্বরূপেই নিত্য অবস্থিত, জীবশক্তি বা মায়াশক্তি স্বরূপে অবস্থিত নহে। স্বরূপশক্তির প্রভাবেই তাঁহার রসত্ব—রসরূপে আস্বাদ্যত্ব এবং রসিকরূপে আস্বাদকত্ব (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকায় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার এই রসত্ব তাঁহার স্বরূপভূত বলিয়া ইহাতে তাঁহার স্বরূপশক্তি ব্যতীত অন্য কোনও শক্তিরই স্থান নাই। তাঁহার ধাম, পরিকর, লীলা প্রভৃতি তাঁহার রসত্ব-বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়া তাঁহার স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ। রসিক-রূপে তিনি রস আস্বাদন করেনও স্বরূপশক্তিরই সহায়তায় এবং যাহা আস্বাদন করেন, তাহাও তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপশক্তিরই বিলাস; যেহেতু, তিনি আত্মারাম, স্বশক্ত্যেকসহায়।

স্বরূপানন্দ ও শক্ত্যানন্দ। কিন্তু তিনি কি আস্বাদন করেন? তিনি যখন রসিক, রসই তিনি আস্বাদন করিবেন। রস আস্বাদন করিয়া তিনি যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাহা দুই রকমের—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ। স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ আবার দুই রকমের—ঐশ্বর্য্যানন্দ এবং মানসানন্দ। স্বরূপেও তিনি রস—আস্বাদ্যরস; স্বরূপ-শক্তির সহায়তায় স্বীয় স্বরূপের আস্বাদন করিয়া তিনি যে আনন্দ পান, তাহার নাম **স্বরূপানন্দ**। হ্লাদিনীই (অর্থাৎ হ্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বই) আনন্দের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। এই হ্লাদিনী নিজেও আনন্দরূপা, পরম আস্বাদ্যা। এই হ্লাদিনী যেখানে যত বেশী বৈচিত্রী ধারণ করে, সেখানে তাহার আস্বাদন-চমৎকারিতাও তত বেশী। কিন্তু এই হ্লাদিনী যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অবস্থিত থাকে, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে, এইরূপ আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করেনা। শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত ভক্তহৃদয়ের বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত মিলিত হইলেই ইহা ঐরূপ আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিতে পারে। কিন্তু হ্লাদিনী স্বরূপ-শক্তি বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেই অবস্থিত; ভক্ত-হৃদয়স্থিত উৎকণ্ঠার সহিত হ্লাদিনীর মিলনের সম্ভাবনা কোথায়? সম্ভাবনা হইতে পারে, যদি শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীকে ভক্তহৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। বাস্তবিক রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিয়া থাকেন। রস-আস্বাদনের নিমিত্ত পরম-কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই হ্লাদিনী-শক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী কোনও বৃত্তিকে ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া থাকেন; এইরূপে সঞ্চারিত হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিই ভক্তহৃদয়ে কৃষ্ণপ্রীতিরূপে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া পরম-আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করিয়া থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি র্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি। প্রীতিসন্দর্ভঃ।৬৫॥" ভগবানের স্বরূপে হ্লাদিনী যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহৃদয়ের বৈচিত্রী অনেক বেশী আস্বাদ্য। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। বায়ুর গুণ শব্দ; মুখগহ্বরস্থ বায়ু নানা ভঙ্গীতে মুখ হইতে বহির্গত হইলে নানাবিধ শব্দের অভিব্যক্তি হইতে পারে; এসমস্ত শব্দেরও একটা মাধুর্য্য আছে। কিন্তু সেই বায়ু যদি মুখ হইতে বাহির হইয়া বংশীরন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে এমন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময় শব্দের উদ্ভব হয়, যদ্দ্বারা শ্রোতা এবং বংশীবাদক নিজেও, মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তদ্রূপ, ভগবানের স্বরূপে হ্লাদিনী

যে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভক্তহৃদয়ে নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীর বৈচিত্রী অনেক বেশী আস্বাদন-চমৎকারিতাময়। ভগবানের স্বরূপে অপেক্ষা, সেবা-বাসনা এবং তজ্জনিত উৎকণ্ঠাদিবশতঃ, ভক্তহৃদয়েই হ্লাদিনীর বৈচিত্রী-বিকাশের সুযোগ এবং অবকাশ বেশী। ভক্তহৃদয়েই হ্লাদিনী সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী ধারণ করিতে পারে এবং এসকল বৈচিত্রীর আস্বাদনেই ভগবানের সমধিক কৌতুহল। ভক্তহৃদয়স্থ সেবাবাসনার সাহচর্য্যে ভগবৎ-কর্তৃক নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনী প্রীতিরূপে পরিণত হয়, এবং প্রীতিরূপে পরিণত হ্লাদিনীই অশেষ বৈচিত্রী ধারণ করিয়া অনন্ত ভাগবতী প্রীতিবৈচিত্রীরূপে অভিব্যক্ত হয়। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের ক্রীড়ার বা লীলার ব্যপদেশে ভক্তহৃদয়ের এই প্রীতিরস-বৈচিত্রী অভিব্যক্ত হইয়া ভগবানের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয়। এই আস্বাদনে ভগবান যে আনন্দ পান, তাহাই তাঁহার **স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ**—যেহেতু, এই আনন্দ তাঁহার স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী হইতে জাত।

ঐশ্বর্য্যানন্দ। এই স্বরূপ-শক্ত্যানন্দকে কোন্ অবস্থায় ঐশ্বর্য্যানন্দ এবং কোন্ অবস্থায় মানসানন্দ বলা হয়, তাহা এখন বিবেচ্য। ভক্তদিগের ভাব অনুসারেই শক্ত্যানন্দ এই তুইটী রূপ প্রাপ্ত হয়। ভগবানের পরিকর-ভক্তদের তুইটী শ্রেণী আছে; এক শ্রেণীতে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রধান; আর এক শ্রেণীতে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন। যাঁহাদের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য, কৃষ্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ তাঁহাদের চিত্তে প্রীতিরূপে পরিণত হইয়াও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রীতিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। মিষ্ট-অম্বলের চিনি অম্লকে একটু মাধুর্য্য দান করিয়া যেমন তাহার আস্বাদনের একটু চমৎকারিতা বর্দ্ধিত করে, কিন্তু স্বয়ং প্রাধান্য লাভ করেনা, প্রাধান্য থাকে অম্লেরই, তদ্রূপ, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান ভক্তহৃদয়ের প্রীতিও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে কিছু মাধুর্য্যদান করিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের আস্বাদন-চমৎকারিতা জন্মায় বটে, কিন্তু নিজে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না, প্রাধান্য থাকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেরই। তথাপি, প্রীতির প্রভাবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মাধুর্য্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া লীলাব্যপদেশে অভিব্যক্তি লাভ করতঃ ভগবানের আস্বাদনের বিষয়ীভূত হয়; এই আস্বাদনে ভগবান্ যে আনন্দ পান, তাহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্যানন্দ। এই আনন্দও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি এবং ভগবানের ঐশ্বর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া এই আনন্দও শক্ত্যানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত।

মানসানন্দ। আর যেস্থলে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়ই পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত, কিন্তু ভগবান্ আনন্দস্বরূপ এবং রসস্বরূপ বলিয়া ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশে মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ি-প্রাধান্য থাকে এবং এই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যকে সম্যকরূপে পরিনিষিক্ত, পরিসিঞ্চিত করিয়া, মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া, পরম-আস্বাদ্য করিয়া তোলে এবং নিজের (মাধুর্য্যের) অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে,—সেস্থলে পরিকর-ভক্তদের চিত্তেও ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান কিঞ্চিন্মাত্রও স্ফুরিত হইতে পারেনা, স্ফুরিত হওয়ার অবকাশও পায়না। তাই, শ্রীকৃষ্ণনিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ তাঁহাদের চিত্তে প্রীতিরূপে পরিণত হইয়া অবাধরূপে অনন্ত-বৈচিত্রী ধারণ করিতে সমর্থ হয়; যেহেতু, বৈচিত্রীবিকাশের ব্যাপারে সেস্থলে প্রীতিকে কোনও বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান ভক্তের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রীতির বিকাশকে যেমন প্রতিহত করে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের প্রীতি কোনও কিছু-দ্বারাই তদ্রূপ প্রতিহত হয়না; তাই ইহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া অনন্ত বৈচিত্রী এবং অনন্ত আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে। লীলাব্যপদেশে অভিব্যক্ত এই আস্বাদন-চমৎকারিতার আস্বাদনে ভগবান্ যে আনন্দ পান, তাহারই নাম মানসানন্দ। স্বরূপশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাও শক্ত্যানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত।

সকল রকমের আনন্দ মনেই অনুভূত হয়; সুতরাং সকল রকমের আনন্দকেই সাধারণভাবে মানসানন্দ বলা যায়। কিন্তু যে আনন্দের অনুভবে আনন্দাস্বাদনজনিত মনঃপ্রসাদের চরম-পরাকাষ্ঠা, তাহাতেই মানসানন্দেরও চরম-পর্য্যবসান। এজন্যই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের হৃদয়স্থিত শুদ্ধ-প্রীতিরসের আস্বাদনজনিত আনন্দকেই বিশেষরূপে মানসানন্দ বলা হয়। যেহেতু, স্বরূপানন্দ অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যানন্দের আস্বাদনে আস্বাদন-চমৎকারিতার আধিক্য এবং তদপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ভক্তের প্রীতিরসের আস্বাদনে আনন্দের আধিক্য।

পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান; কারণ, পরব্যোম ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম,

সেখানে মাধুর্য্যের প্রাধান্য নাই। তাই, **পরব্যোমেই ঐশ্বর্য্যানন্দের আস্বাদন।** আর গোলোক, বা ব্রজ, বা বৃন্দাবনের পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন; কারণ, ব্রজে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ থাকিলেও তাহার প্রাধান্য নাই, প্রাধান্য মাধুর্য্যের। ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যদ্বারা সম্যক্‌রূপে কবলিত। তাই **ব্রজেই মানসানন্দের আস্বাদন।** আর স্বরূপানন্দের আস্বাদন সর্ব্বত্রই।

ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রবন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে অনন্ত রসবৈচিত্রী বিরাজিত। তিনি অখিল-রসামৃত-বারিধি। তাঁহার অনন্ত রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ। এক এক ভগবৎ-স্বরূপ এক এক রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ। প্রত্যেক স্বরূপই রসরূপে আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে আস্বাদক। প্রত্যেক স্বরূপই স্বরূপানন্দ এবং শক্ত্যানন্দ আস্বাদন করেন। প্রত্যেক স্বরূপেরই পরিকর আছেন। যে স্বরূপে রসের যে বৈচিত্রী অভিব্যক্ত, সেই স্বরূপের পরিকরগণের মধ্যেও সেই রসবৈচিত্রীর অনুরূপ ভগবৎ-প্রীতি অভিব্যক্ত। তাঁহাদের সঙ্গে লীলায় সেই প্রীতিরস আস্বাদন করিয়াই সেই ভগবৎ-স্বরূপ শক্ত্যানন্দ অনুভব করেন এবং তিনি স্বীয় স্বরূপানন্দও আস্বাদন করিয়া থাকেন। এইরূপে দেখা যায়, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে স্বীয় স্বরূপানন্দের এবং শক্ত্যানন্দের অনন্ত বৈচিত্রীই যেন পৃথক্ পৃথক্ রূপে আস্বাদন করিতেছেন। আবার স্বয়ংরূপে সম্মিলিত আনন্দ-বৈচিত্রীরও (স্বরূপানন্দের এবং শক্ত্যানন্দেরও) আস্বাদন করিতেছেন। আবার, প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপরূপেও তিনি স্বয়ংরূপের মাধুর্য্যাদি যথাসম্ভবরূপে আস্বাদন করিতেছেন। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ এবং তাঁহার উপলক্ষণে পরব্যোমস্থিত অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপও যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লালায়িত, "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা"—ইত্যাদি (শ্রী, ভা, ১০।৮৯।৫৮)-শ্লোকই তাহার প্রমাণ (২।৮।৩৩-শ্লোক-ব্যাখ্যায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। আর, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী এবং তদুপলক্ষণে পরব্যোমস্থিত সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লক্ষ্মীগণও যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লালায়িত, "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা-চরত্তপঃ"—ইত্যাদি শ্রী, ভা, ১০।১৬।৩৬ শ্লোকই তাহার প্রমাণ (২।৮।৩৪ শ্লোক-ব্যাখ্যায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা "লক্ষ্মীকান্ত-আদি অবতারের হরে মন। লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥ ২।৮।১১৩॥ কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তাসভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ ২।২১।৮৮॥" আরও অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণ "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥ ২।৮।১১৪॥" কিন্তু ভক্তভাব ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব নহে। "কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন। ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ॥ ১।৭।৮৯॥" সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাঁহাদের অংশী। অংশীর সেবাই অংশের স্বরূপগত ধর্ম্ম। তাই শ্রীকৃষ্ণের অংশরূপ অবতার বা ভগবৎ-স্বরূপগণের ভক্তভাবই স্বাভাবিক। "অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার। ১।৬।৯৭॥ ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ। * * *। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান॥ ১।৬।৯১-৯২॥ ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে। সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥ তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ। 'ভক্ত' করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ॥ তাঁর অবতার এক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ। শ্রীরামের দাস্য তেহো কৈল অনুক্ষণ॥ সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥ ১।৬।৭৫-৭৮॥ পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ। কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন॥ এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার। নিরন্তর দেখি সভায় ভক্তির আচার॥ ১।৬।৮২-৮৩॥ নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর। কৃষ্ণগুণলীলা গায় নাচে নিরন্তর॥ ১।৬।৬৭-৬৮॥ আনের আছুক কাজ আপনে শ্রীকৃষ্ণ। আপন মাধুর্য্যপানে হইয়া সতৃষ্ণ॥ স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন। ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন॥ ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥ ১।৬।৯৩-৯৫॥" এইরূপে দেখা যায়, সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য লালায়িত এবং এই মাধুর্য্যাস্বাদন-লালসার পরিতৃপ্তির নিমিত্তই তাঁহাদের মধ্যে ভক্তভাব বিরাজিত। এই ভক্তভাবও তাঁহাদের স্বাভাবিক—স্বরূপগত; প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই স্বরূপতঃ

রস-আস্বাদক বলিয়া তাঁহাদের এই মাধুর্য্যাস্বাদন-লালসা। যে স্বরূপে রসিকত্বের যে বৈচিত্রীর বিকাশ, তাঁহার ভক্তভাবও তদনুরূপ এবং তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনও তদনুরূপই হইয়া থাকে।

রসাস্বাদনের উদ্দেশ্যেই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে শ্রীকৃষ্ণের আত্মপ্রকটন। উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা যায়—স্বীয় অনন্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিকশেখর আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে বিরাজিত। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্যই তাঁহার রসবৈচিত্রীর আস্বাদন-লালসার পরিতৃপ্তি। এসমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে তিনি আনুষঙ্গিকভাবেই নানাভাবের সাধককে কৃতার্থ করেন। কিরূপে? তাহাই বলা হইতেছে।

তিনি অখিল-রসামৃত-বারিধি হইলেও ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া সকল রসবৈচিত্রীতে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। যাঁহার চিত্ত যেই বৈচিত্রীতে আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই বৈচিত্রীর আস্বাদন-লাভের উপযোগী সাধন-পন্থা অবলম্বন করেন এবং ভগবৎ-কৃপায় সাধনে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়-বিগ্রহেই সেই বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপে দর্শন দিয়া এবং সেই বৈচিত্রীর আস্বাদন দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। একথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ ॥ ২।৯।১৪১ ॥ মণির্যথাবিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ নারদপঞ্চরাত্রবচনম্ ॥"

পরিকররূপেও শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদন। যাহা হউক, পরিকররূপেও শ্রীকৃষ্ণ রসবৈচিত্রীর আস্বাদন করিতেছেন। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরগণই নিজেদের চিত্তে বিকশিত ভগবৎ-প্রেমদ্বারা সেবা করিয়া সেই ভগবৎ-স্বরূপকে যেমন রস আস্বাদন করাইতেছেন, তেমনি আবার নিজেরাও সেই ভগবৎ-স্বরূপের মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিতেছেন। "ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥" আবার, পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টান্তে ইহাও জানা যায় যে, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বিকশিত প্রীতির অনুরূপভাবে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদিও আস্বাদন করিতেছেন। এইরূপ দেখা গেল, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের পরিকরগণও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্তরসবৈচিত্রী আস্বাদন করিতেছেন। এসমস্ত নিত্য পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই—আবির্ভাববিশেষ (১।৪।৫৬-৫৭ পয়ার, ১।৪।১০ শ্লোকের এবং ১।৪।৬১ পয়ার ও ১।৪।১২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের এবং স্বয়ংরূপের পরিকররূপে স্বীয় অনন্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদন করিতেছেন, ইহাই বলা যায়।

রসাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ জীবশক্তির অপেক্ষা রাখেন না। উল্লিখিত আলোচনায় কেবলমাত্র স্বরূপশক্তির মূর্ত্তরূপ নিত্যপরিকরদের কথাই বলা হইল; যেহেতু, লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাঁহার স্বরূপশক্তিরই অপেক্ষা রাখেন। নিত্যপরিকরদের মধ্যে নিত্যমুক্ত জীবও আছেন। "নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥ ২।২২।৯ ॥" ইঁহারা স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত, কিন্তু তত্ত্বতঃ স্বরূপশক্তি নহেন—জীবশক্তি। তাই, লীলারস আস্বাদনের জন্য স্ব-স্বরূপশক্ত্যেকসহায় আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের অপেক্ষা রাখেন না, ইঁহাদের উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না। লীলায় সেবা দিয়া এবং লীলায় ইঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন; কিন্তু ইঁহাদের সেবা না পাইলে যে তাঁহার লীলারস আস্বাদনের চেষ্টাই ব্যর্থ হইত, তাহা নয়। তাহা হইলে তাঁহার আত্মারামতাই ক্ষুণ্ণ হইত।

ব্রজে সুবল-মধুমঙ্গলাদি, নন্দ-যশোদাদি, কি রাধাললিতাদি পরিকরগণের রাগাত্মিকা ভক্তি; রাগাত্মিকা ভক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী; এই ভক্তিতে জীবের অধিকার নাই (২ ২২.৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং যে সকল পরিকরের রাগাত্মিকাভক্তি, তাঁহাদের মধ্যে মুক্ত জীবও থাকিতে পারেন না; তাই রাগাত্মিকা ভক্তি-রস অস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে জীবশক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয় না।

জীব-স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া এবং আনুগত্যময়ী-সেবাতেই দাসের অধিকার বলিয়া রাগাত্মিকার অনুগত রাগানুগাভক্তিতেই জীবের অধিকার। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল নিত্যপরিকরের মধ্যে রাগানুগাভক্তি প্রকটিত,

তাঁহাদের মধ্যেও স্বরূপশক্তির বিলাসভূত পরিকর আছেন—যেমন শ্রীরূপমঞ্জরী আদি। রাগানুগাভক্তির সেবাতে ইঁহারাই মুখ্য পরিকর; রস-আস্বাদন-ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদেরই অপেক্ষা রাখেন; রাগানুগাভক্তিতেও তাঁহার পক্ষে জীবশক্তির—মুক্ত জীবের—অপেক্ষা রাখিতে হয় না। তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন; কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা রাখেন না; তাঁহাদের সেবা না পাইলে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা নির্ব্বাহিত হয় না, তাহা নয়। অবশ্য লীলার সেবাতে পরিকরভুক্ত মুক্তজীবগণের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মনে যে একটু হেয়তার ভাব থাকে, কিম্বা তাঁহাদের মনেও যে নিজেদের সম্বন্ধে হেয়তার ভাব থাকে, তাহা নয়। মন-প্রাণ ঢালা, সেবা তাঁহারাও করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও খুব আগ্রহের সহিতই তাঁহাদের সেবাপ্রাপ্তিজনিত সুখ আস্বাদন করেন।